বর্তমান

27 March, 2008

দুর্ঘটনার পরে অর্থোপেডিক সার্জেন বা নিউরো সার্জেনরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সে কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু প্লাস্টিক সার্জেনরাও যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সে খবর সবাই রাখি না। শুধু শারীরিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার কাজ নয়, প্লাস্টিক সার্জেনরা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হাত, পা বা মুখের টিস্যুকে বাঁচাতে, রক্তনালিগুলোকে আবার গড়ে তুলতে, হাত-পায়ের কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক রাখতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আজ তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এস. এস. কে. এম. হসপিটাল এবং আমরি হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট প্লাস্টিক সার্জেন **ডাঃ অরিন্দম সরকার**।

দুর্ঘটনার কারণ কী কী

- পথ দুর্ঘটনা।
- বাড়ির দুর্ঘটনা।
- ইনডাস্ট্রিয়াল দুর্ঘটনা।

পথ দুর্ঘটনা

আঘাত পাওয়ার সব থেকে বড় কারণ। তার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হাত, পা, মুখ ইত্যাদিকে বাঁচানোর দরকার পড়ে।

বাড়ির দুর্ঘটনা

বাড়ির দুর্ঘটনার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল পোড়ার কারণে দুর্ঘটনা। তারপরে আসছে কাচে কাটার জন্যে ক্ষত।

ইনডাস্ট্রিয়াল ইনজ্যুরি

এক্ষেত্রে দু ধরনের সমস্যা ঘটে— হাত বা পা ক্রাশড হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, হাত বা আঙুলের শার্প কাট ইনজ্যুরি বা ধারালো কিছুতে কেটে যাওয়া।

দুর্ঘটনার পরে কী ভাবে টিস্যু, রক্তনালি, নার্ভকে গড়ে তোলেন প্লাস্টিক সার্জেন

শুধু শারীরিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার কাজে নয়, প্লাস্টিক সার্জেনরা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হাত, পা বা মুখের টিস্যুকে বাঁচাতে, রক্তনালিগুলোকে আবার গড়ে তুলতে, হাত-পায়ের কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক রাখতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আজ তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এস এস কে এম হসপিটাল এবং আমরি হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট প্লাস্টিক সার্জেন ডাঃ অরিন্দম সরকার।

পথ দুর্ঘটনায় প্লাস্টিক সার্জারির ভূমিকা

হাত বা পা অথবা দুটোই ক্রাশড হয়ে যাওয়া

এক্ষেত্রে সাধারণত দু ধরনের প্লাস্টিক সার্জারির প্রধানত দরকার পড়ে।

- হাড় বা জয়েন্টের ত্বক ও টিস্যু নষ্ট হয়ে যাওয়া (এক্সপোজড বোন অ্যান্ড জয়েন্ট)।
- রক্তনালি ছিঁড়ে যাওয়া, প্রধানত শিরা (ভাসকুলার ইনজুরি)।

এখানে জানিয়ে রাখা দরকার হাঁটুর নীচের অংশের রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার চিকিৎসা প্লাস্টিক সার্জেন করেন। হাঁটুর ওপরের অংশের ক্ষেত্রে ভাসকুলার সার্জেন করেন। হাতের ক্ষেত্রে বগল থেকে আঙুল পর্যন্ত প্লাস্টিক সার্জেন চিকিৎসা করবেন।

হাত ও পায়ের চিকিৎসা

- প্রথম পর্বে পা বা হাতের এক্সপোজড অংশ লিভিং টিস্যু দিয়ে ঢাকা হয়। একে বলে **ফ্ল্যাপ সার্জারি**। যদি আহত স্থানের মাসল বা ত্বক ঠিক না থাকে তবে ফ্ল্যাপিং-এর জন্যে শরীরের অন্য অংশ থেকে মাসল ও টিস্যু নিয়ে মাইক্রো সার্জারি করা হয়।
- ফ্ল্যাপ সার্জারির পরে যে অংশে ফ্ল্যাপ লাগানো হয়েছে সেই অংশসহ সব আহত অংশকে ত্বক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। একে বলে **স্কিন গ্রাফটিং**। স্কিন গ্রাফটিং-এর জন্যে সাধারণত থাই থেকে স্কিন নেওয়া হয়। যদি বেশি জায়গা স্কিন দিয়ে ঢাকার দরকার পড়ে তাহলে অন্য জায়গা থেকে নেওয়া স্কিনকে **মেসার** নামক মেশিনের সাহায্যে আয়তনে দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। ধুলো বা নোংরা লাগা অংশকে **পালস্-লাভেজ** পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। (এই পদ্ধতি কিছু বেসরকারি হাসপাতালে করা যায়)।

টেন্ডন, নার্ভ ও ব্লাড ভেসেলের চিকিৎসা

দুর্ঘটনা ঘটার পাঁচ ঘণ্টা থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত মোটামুটি ক্ষতিগ্রস্ত টেন্ডন বা নার্ভকে জুড়ে বাঁচিয়ে তোলা যায়। আগে বলা হত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে পাঁচ দিন পর্যন্ত দেরি হলেও সাফল্যের সঙ্গে এই সার্জারি সম্ভব।

টেন্ডন ও নার্ভ রিপেয়ার

এই সার্জারি স্পেশালাইজড অর্থোপেডিক সার্জেন বা প্লাস্টিক সার্জেন করেন। অত্যন্ত সরু ও বিশেষ ধরনের সুতোর সাহায্যে টেন্ডন বা নার্ভ জোড়া হয়। এমন ধরনের সুতোর সাহায্যে জোড়া হয় যাকে বডি রিজেক্ট করবে না, আবার তা টিস্যুর সঙ্গে মিশেও যাবে না। যদি দুর্ঘটনায় কোনও অঙ্গের নার্ভ বা টেন্ডন পুরো নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে অন্য অংশের নার্ভ বা টেন্ডন নিয়ে মাইক্রো সার্জারি করা হয়। তারপরে বিশেষ ধরনের ফিজিওথেরাপির সাহায্যে হাত বা পায়ের কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনা হয়।

ব্লাড ভেসেল রিপেয়ার

শরীরের ভেন বা শিরা ওপর দিকে (সুপারফিশিয়ালি) থাকে বলে তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধমনীরও ক্ষতি হতে পারে। তখন অন্য জায়গা থেকে ভেন নিয়ে মাইক্রো সার্জারির সাহায্যে ভেন গ্রাফটিং করা হয়। ধমনীর ক্ষতি হলেও ভেন নিয়েই গ্রাফটিং করা হয় কারণ ধমনীর থেকে ভেনের সংখ্যা বেশি।

হাত বা পায়ের পাতা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে

রক্তপাতের শকে রোগীর জীবনহানি না ঘটলে এখন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ জুড়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে বিচ্ছিন্ন লিম্ব অর্থাৎ হাত বা পায়ের অংশ বা আঙুল— ৬-৮ ঘণ্টার মধ্যে যেখানে সার্জারি হবে সেখানে জমা দিয়ে ঠান্ডায় প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থা করতে হবে। পরে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়। পি জি ও ঢাকুরিয়ার আমরি সহ কয়েকটি হাসপাতালে এই ব্যবস্থা আছে।

পায়ের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেই অংশে ফ্ল্যাপ সার্জারি করা হয়। যদি দুর্ঘটনাগ্রস্ত পায়ের পাতা কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে শরীরের অন্য জায়গা থেকে টিস্যু নিয়ে মাইক্রো সার্জারি করে তা পুনরুদ্ধার করা যায়।

হাত অনেক সূক্ষ্ম কাজ করে। খুব ক্ষতিগ্রস্ত হাতও প্লাস্টিক সার্জারির পরে এখন অনেকটা কার্য ক্ষমতা ফিরে পায়। তবে সময় লাগে। যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করা যায় ততই কাজ করার ক্ষমতা বেশি ফেরে। চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হলেও এখন ক্ষতিগ্রস্ত হাতে টেন্ডন ট্রান্সফার বা নার্ভ গ্রাফটিং করে কাজ করার ক্ষমতা বেশ কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

মুখের প্লাস্টিক সার্জারি

মুখ ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রধানত পুড়ে যাওয়ার জন্যে বা পথ দুর্ঘটনার জন্যে। কয়েকটি কারণে এই প্লাস্টিক সার্জারি বেশ গুরুত্বপূর্ণ—

- মুখ প্রধানত সফট টিস্যু দিয়ে তৈরি।
- চোখ দুটিকে রক্ষা করা বিশেষ ভাবে দরকার।
- মুখই অন্য মানুষ প্রথম দেখে, তা ঢাকাও থাকে না। তাই তা যেন অন্যের চোখে গ্রহণযোগ্য থাকে চিকিৎসক সেই চেষ্টাও করেন।

মুখের কেয়ার

গুরুত্ব অনুযায়ী মুখের অঙ্গগুলোকে প্লাস্টিক সার্জারির কেয়ারের দিক থেকে সাজানো হল—

- চোখ।
- নাক।
- ঠোঁট।
- কান।
- মুখের ত্বক।

আজকাল মুখের প্লাস্টিক সার্জারির জন্যে বিশেষ ধরনের কেমিকাল যেমন সিলিকন জেল, সিলিকন শিট, বিশেষ ধরনের টিস্যু গ্লু (আঠা) প্রভৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলোর সাহায্যে সেলাই ছাড়া প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখের চেহারা অনেকটাই স্বাভাবিক করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে নতুন করে নাক, কান গড়ে দেওয়াও সম্ভব।

যোগাযোগ: ২২২৩ ১৬১৫
৯৮৩১৩৩৪৮০০/
৯৮৩১১৮৭৫৫৭

সাক্ষাৎকার: মৈত্রেয়ী গুহ